জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৩১শে বৈশাখ বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 14th May. 1952 | ৫১শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্

এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

কথা ও কাজ

—•—

সম্প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি জহরলালজী একস্থানে বাণী দিবার সময় বলিয়াছেন—কথা কম বলিয়া কাজ বেশী করিতে হইবে। শ্রীজহরলালজীর শ্রীমুখ হইতে এই উপদেশামৃত বাহির হইয়াছে শুনিয়া কে না আনন্দিত হইবে! তাঁহার বচন তিনি মানিয়া চলিলে এই নিরন্ন ভারতে কোন অভাব থাকিবার কথা নয়। স্বাধীনতা পাইবার আগে এবং পরে তিনি যত কথা বলিয়াছেন তত কাজ হইলে, আজ ভারত সত্য সত্যই রামরাজ্য কেন, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সুখের রাজ্য হইত। অধার্ম্মিক, দাগাবাজ, কালাবাজারী সব কেহ বা লাইটপোষ্টে ঝুলিত, আবার অনেকে তাহা দেখিয়া রত্নাকরের মত দস্যু-বৃত্তি পরিহার করিয়া বাল্মীকি হইয়া যাইত। কিছু-দিন আগে তিনি নির্ব্বাচনী প্রচারে বাহির হইয়া বলিয়াছিলেন—ভারতীয় কাল্‌চারে তাঁহার বিশ্বাস নাই। কথা কম, কাজ বেশীর সম্বন্ধে এবার যা বলিয়াছেন, তাহা কিন্তু ভারতীয় কবির কথার সঙ্গে বেশ মিল খায়।

ভারতীয় প্রাচীন কবি সংস্কৃত কবিতায় সমগ্র মানবমণ্ডলীকে 'উত্তম,' 'মধ্যম' ও 'অধম' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, 'উত্তম'কে কাঁটাল গাছের, 'মধ্যম'কে আম-গাছের এবং 'অধম'কে কুন্দ নামক ফুল গাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাঁহারা কথা না দিয়া একেবারেই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই 'উত্তম' লোক। যাঁহারা প্রথমে কথা দিয়া পরে খরচ কার্য্যে পরিণত করেন, তাঁহারাই 'মধ্যম' গাছি। যাহারা কথা দেয়, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করে না, তাহারাই 'অধম' লোক।

শ্লোক—

"পনসচূতকুন্দাভা উত্তমমধ্যমাধমাঃ।
ফলং, পুষ্পং ফলং, পুষ্পং
কর্ম্ম, বাক্‌কর্ম্ম, বাগপি।"

ব্যাখ্যা—পনস (কাঁটাল গাছ) ফুল না দিয়া একে-বারেই ফল দিয়া থাকে; উত্তম ব্যক্তিও কথা না দিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন; এইজন্য উত্তম ব্যক্তি কাঁটাল গাছের মত। চূত (আম গাছ) ফুল (মুকুল) দিয়া পরে ফল দিয়া থাকে; মধ্যম ব্যক্তিও কথা দিয়া তৎপরে তাহা কার্য্যে পরিণত করেন; এজন্য মধ্যম ব্যক্তি আম গাছের মত। কুন্দ ফুলের গাছ মনোমুগ্ধকর গন্ধযুক্ত ফুল দিয়াই ক্ষান্ত হয়, ফল দেয় না; অধম ব্যক্তিও কথা দিতে বাহাদুর, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করে না, এইজন্য অধম ব্যক্তি কুন্দ-ফুল-গাছের মত।

আমাদের পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় মুখে হেনা করেঙ্গে, তেনা করেঙ্গে না ব'লেই নীরবে দান করিতে মুক্ত হস্ত কাজেই তিনি উত্তম ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বক্তৃতার দিনে বাহবা আর হাততালি পাইয়া আর মালা পরিয়া মানপত্র পাওয়া বচনবাগীশই প্রায় দেখা যায়। কাজের নেতা খুব কম।

"চানাচুর গরমা গরম" ব'লে ডাক দিয়ে চানা বেচতে দেখা যায়—শোনাই যায় গরমা গরম কিন্তু কত দিনের বাসি চানা গরম ব'লে চালায় তা কে জানে! গণতন্ত্র, গণতন্ত্র, শোনাই যায়, কিন্তু তাহা যে দলতন্ত্র, বা জবরদস্তিতন্ত্র তা এখন সন্দেহ হচ্ছে। পশ্চিম বাঙলার খাদ্যমন্ত্রী সাধারণ নির্ব্বাচনে ২১০০০ হাজার ভোটে চিৎপটাং হ'য়ে আবার অসাধারণ নির্ব্বাচনে যাতে খাড়া হ'য়ে আবার তাল ঠুকে, তার জন্য নেহেরুজী যে কংগ্রেসকে নির্ব্বাচনের পর কলুষমুক্ত করবেন বলে কথা দিয়েছেন, সেই কংগ্রেসই কায়দা ভাঁজতে আরম্ভ করেছে। তাঁহাকে স্বায়ত্ত শাসনের দরজা দিয়া ঢুকিবার জন্য পশ্চিম বাঙলা কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়া গণতন্ত্রের সপিণ্ডকরণ (স্বপিণ্ডকরণ?) এর আয়োজন করিয়াছে। পরা-জিত (শুধু পরাজিত নয়, ২১০০০ হাজার ভোটে পরাজয়ের রেকর্ড-ভঙ্গকারী) খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের অভাবে রাজ্য অচল হইবে—তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত যুগান্তরের ২২শে বৈশাখের সংখ্যায় ষ্টাফ রিপোর্টা-রের প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে—নিম্নে দেওয়া হইল—

খাদ্যমন্ত্রীর খুশীমত লাইসেন্স বণ্টন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ব্যারাকপুর অঞ্চলের একটি রেশনের দোকানের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া রেশনিং দপ্তর কিছুকাল পূর্ব্বে আবেদনপত্র আহ্বান করে এবং সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী পরামর্শদাতাদের যুক্ত কমিটি ঐ আবেদন-পত্রসমূহ বিবেচনা করিয়া যে সুপারিশ করেন তাহার ভিত্তিতে রেশন দোকান মনোনয়ন কমিটি ঐ দোকানের লাইসেন্সের জন্য এক ব্যক্তির আবেদন মঞ্জুর করেন। ঐ ব্যক্তির মনোনয়ন খাদ্য বিভাগের মন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করে এবং তাহাকে নিয়োগপত্র দেওয়ার জন্য যথারীতি নির্দ্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু নিয়োগপত্রটি যখন ভদ্রলোকের নিকট প্রেরণ করা হইতেছিল তখন সহসা খাদ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং উপ-রোক্ত কমিটিসমূহের সহিত বিনা পরামর্শেই সরাসরি ঐ মনোনয়ন বাতিল করিয়া দিয়া অন্য আর এক ব্যক্তিকে রেশনের দোকানের লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রেশনিং দপ্তরের ডিরেক্টার অফিস হইতে ছুটি লইয়াছেন।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জয়েণ্ট এনকোয়ারি কমিটি এবং সিলেকশান কমিটির মতামত অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তিকে রেশনের দোকানের লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছেন সেই ব্যক্তির নামেই পূর্ব্বে ঐ দোকানের লাইসেন্স ছিল। কিন্তু রেশনিং এর আইন কানুন লঙ্ঘন করার অভিযোগে '৫১ সনের জুন মাসে তাহার লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি পর পর চার বার তাহার বিরুদ্ধে গৃহীত সিদ্ধান্তের পুনর্ব্বিবেচনার জন্য আবেদন জানায় এবং বিভাগীয় তথ্য ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে খাদ্যমন্ত্রী নিজেই এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

'যুগান্তর' ২২শে বৈশাখ, ১৩৫৯

———

আম

এতদঞ্চলে আমের মুকুল নষ্ট হওয়ার পরেও কিছু আম ছিল। উপর্য্যুপরি ২।৩ বার ঝড় হওয়ায় বহু আম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাজারে অল্প পরিমাণে আম আমদানী হইতেছে।

বসন্ত রোগ দমন আইন

মুর্শিদাবাদ জেলায় বসন্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই জেলায় উক্ত রোগ দমন ও নিবারণের উদ্দেশ্যে ছয় মাসের জন্য এক অস্থায়ী আইন জারী করিয়াছেন। এই আইনে রোগ দেখা দিলে স্বাস্থ্য-বিভাগকে সংবাদ দিতে এবং রোগীকে পৃথকভাবে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কুলী সাজিয়া প্রতারণা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সতর্কবাণী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে জনসাধারণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে হাওড়া ব্রিজের নিকটস্থ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ও হ্যারিসন রোড এলাকায় একদল নূতন কুলী জনসাধারণকে প্রতারিত করিতেছে। তাহারা সম্ভবতঃ গঞ্জাম জেলার অধিবাসী। এই দলের কার্য্যক্রম এইরূপ: তাহারা দুই তিন দিন অনাহারে আছে বলিয়া জনসাধারণের সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাহাদের মোট বহিতে চায়; তারপর এক সুযোগে মাল লইয়া সরিয়া পড়ে।

জংগীপুর মহকুমা ছাত্র সম্মেলন

দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৫৯

আয়-ব্যয়ের হিসাব

মোট আদায় নগদ—১১৪৭৸৵১৫, সওয়া দু'মণ চাউল—৬৭৷৷ , ডাল ১৮ সের—৬৲ মোট ১২২১৷৵১৫ খরচ—হোটেল—২৫৬৷৷৵০, প্রেস—৮৫৲, মোটর গাড়ী—৬৫৲, মাইক—৫৪৷৷০, মঞ্চ, প্রদর্শনী ও পরিসজ্জা—৭২৷৵০, আলো বাবদ—২৫৲, পুরস্কার—৪৮৷৵০, কর্মীদের চাঁদা তোলার জন্য এবং সংগঠনের জন্য যাতায়াতের খরচ—১৪৭৷৵১০, সাংস্কৃতিক অধিবেশনের শিল্পীদের জন্য খরচ—৭৯৷৵০, ডাক ষ্ট্যাম্প—৩৩৷৵৫, কাগজ, খাতা, ময়দা, কার্ব্বন পেপার, কালি ইত্যাদি—৬১৵১০, এবং কলিকাতা ও বহরমপুরের অতিথিদের দরুণ—৩৩৫৷৷০, অন্যান্য খরচ—৩৭৷৷৵১০ মোট—১৩০২৲১৫, ঘাট্‌তি—৮০৷৵০

জীতেন সাহা
কোষাধ্যক্ষ

অমর সিংহ
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি।

বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলায় সদর রাস্তার উপর একখানি দ্বিতল পোক্তা বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ
জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই জুন ১৯৫২

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩৯০ খাং ডিঃ মহান্ত মনোহর দাস দেং উমেদালী মণ্ডল দিং দাবি ১৮৷৷৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খড়কাটী ১-৮৭ শতকের কাত ১৸৪ আঃ ১০৲ খং ৭৫ রায়ত স্থিতিবান

৩৯১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩৷৵৯ মৌজাদি ঐ ৯০ শতকের কাত ১৸৪ আঃ ১০৲ খং ৭৪ ঐ স্বত্ব

৬৭৭ খাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং ধীরেন্দ্রনাথ মাঝি দিং দাবি ১৬৸৩ থানা সুতী মৌজে হাজিপুর ২৪৬ শতকের কাত ৩৷৷৬ নিজাংশে ৷৷৵৫ আঃ ৫৲

৬৪১ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দেং রজনীকান্ত মণ্ডল দিং দাবি ২১০৸৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রমাকান্তপুর ৭-৩৯ শতকের কাত ৩৭৷৵৯ আঃ ৪০৲ খং ৫১

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

১০০ খাং ডিঃ মহান্ত মনোহর দাস দেং ফণিভূষণ রায় দাবি ১৬৷৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খড়কাটী ১-৭৯ শতকের কাত ৷৷০ আনায় ১৷৵১১ আঃ ৭৲ খং ৬৩

১০৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৷৷৵৩ মৌজাদি ঐ ১০৩ শতকের কাত নিজাংশে ২৵২ আঃ ১০৲ খং ৫৬

১০৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৮৷৵৯ মৌজাদি ঐ ১-৮৭ শতকের কাত নিজাংশে ৩৷৷৮ আঃ ১৮৲ খং ২১১

১০২ খাং ডিঃ ঐ দেং ওয়ারেশতুল্লা বিশ্বাস দিং দাবি ২৮৷৷০ থানা ঐ মৌজে পিয়ারাপুর ৪৩ শতকের কাত ২৷৩ আঃ ৫৲ খং ৮৫ রায়ত স্থিতিবান

১০৫ খাং ডিঃ ঐ দেং পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার দিং দাবি ২৪৸০ মৌজাদি ঐ ২২ শতকের কাত নিজাংশে ৷৷৭ আঃ ৫৲ খং ২৭৯

১০৮ খাং ডিঃ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় দিং দেং পিয়ার বিশ্বাস দিং দাবি ২৫৷৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কানাইমাটী ৪৯ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ৮৯

১৪৯ খাং ডিঃ নীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং লালমোহন মাঝি নাং দিং পক্ষে মাতা ও স্বয়ং অম্বুজবাসিনী দাসী দাবি ১৯৲৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ২০ শতকের কাত ১৷৵১১ পাই আঃ ৫৲ খং ৩০৩

৭৯ খাং ডিঃ চণ্ডিদাস সিংহ দেং নাফুন সেখ দিং দাবি ২৪৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ১৪ শতকের কাত ৪৲৯ আঃ ১০৲ খং ২২৫ অধীনস্থ খং ২২৬

১৭৮ খাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং সামমহম্মদ বিশ্বাস দিং দাবি ১১৩৷৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে আসরফনগর ৬-১ শতকের কাত ১০৷৵৯ আঃ ৮০৲ খং ১৪৩

১০৭ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দিং দেং বিমানচন্দ্র রায় দাবি ৭৩৷৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাইদ্যা ২০১ শতকের কাত ১২৷৵৮ আঃ ২৫৲ খং ৩৩৭

১১১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৪৷৬ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ৮২০ শতকের কাত ৬৸৫ আঃ ২৫ খং ২৮৬

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই জুন ১৯৫২

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৮০ খাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেং আকলু খাঁ দিং দাবি ২৩৸৵৩ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ১-১৯ শতকের কাত ১।১ আঃ ৫৲ খং ১৯৯০

৮১ খাং ডিঃ ঐ দেং তৈয়ব সেখ দিং দাবি ৩০৷৵০ মৌজাদি ঐ ১-১০ শতকের কাত ৷৶৬ আঃ ৫৲ খং ১৯৮৮

৮২ খাং ডিঃ ঐ দেং গোফুর সেখ দিং দাবি ২৪৷৶৯ মৌজাদি ঐ ৯১ শতকের কাত ৷৶১১ আঃ ৫৲ খং ১৯৯২

৮৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৪৷৵৬ মৌজাদি ঐ ১-১১ শতকের কাত ৶৬ আঃ ৫৲ খং ১৯৯১

৫০ খাং ডিঃ রাজা পদমসিংহ দুধোরিয়া দিং দেং ভোলানাথ সাহা দিং দাবি ১৫।৵৯ থানা সুতী মৌজে ফতেউল্লাপুর ৪৫৩ শতকের কাত ৬৷১৫ আঃ ৫৲ খং ৫৪৩ রায়ত স্থিতিবান

৭২ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং দুক্ষনী বর্ম্মণ্যা দিং দাবি ২৯৷৵৬ থানা সুতী মৌজে ভাবকী ৪-৮৪ শতকের কাত ১৩৷৵৩ আঃ ২০৲ খং ৬৮৪ রায়ত স্থিতিবান

৭৩ খাং ডিঃ ঐ দেং শচীন্দ্রনাথ অধিকারী দিং দাবি ২৩৸৵০ মৌজাদি ঐ ২-৮৩ শতকের কাত ৬৷৵৬ আঃ ১০৲ খং ৭০৩ ঐ স্বত্ব

১৫৪ খাং ডিঃ সেবাইত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং দেং দুলালী দাসী দাবি ৮৸৩ থানা সুতী মৌজে নাজিরপুর ৬১ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ২০৭ রায়ত স্থিতিবান

১৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩৸৵১ মৌজাদি ঐ ৩-৩১ শতকের কাত ৪৸৵৪ আঃ ৫৲ খং ৩২ ঐ স্বত্ব

১৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১।৵৩ মৌজাদি ঐ ১-৩২ শতকের কাত ১৷৵১১ আঃ ৫৲ খং ৩১ ঐ স্বত্ব

১৫৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০।৵৩ মৌজাদি ঐ ৪৬ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ১ ঐ স্বত্ব

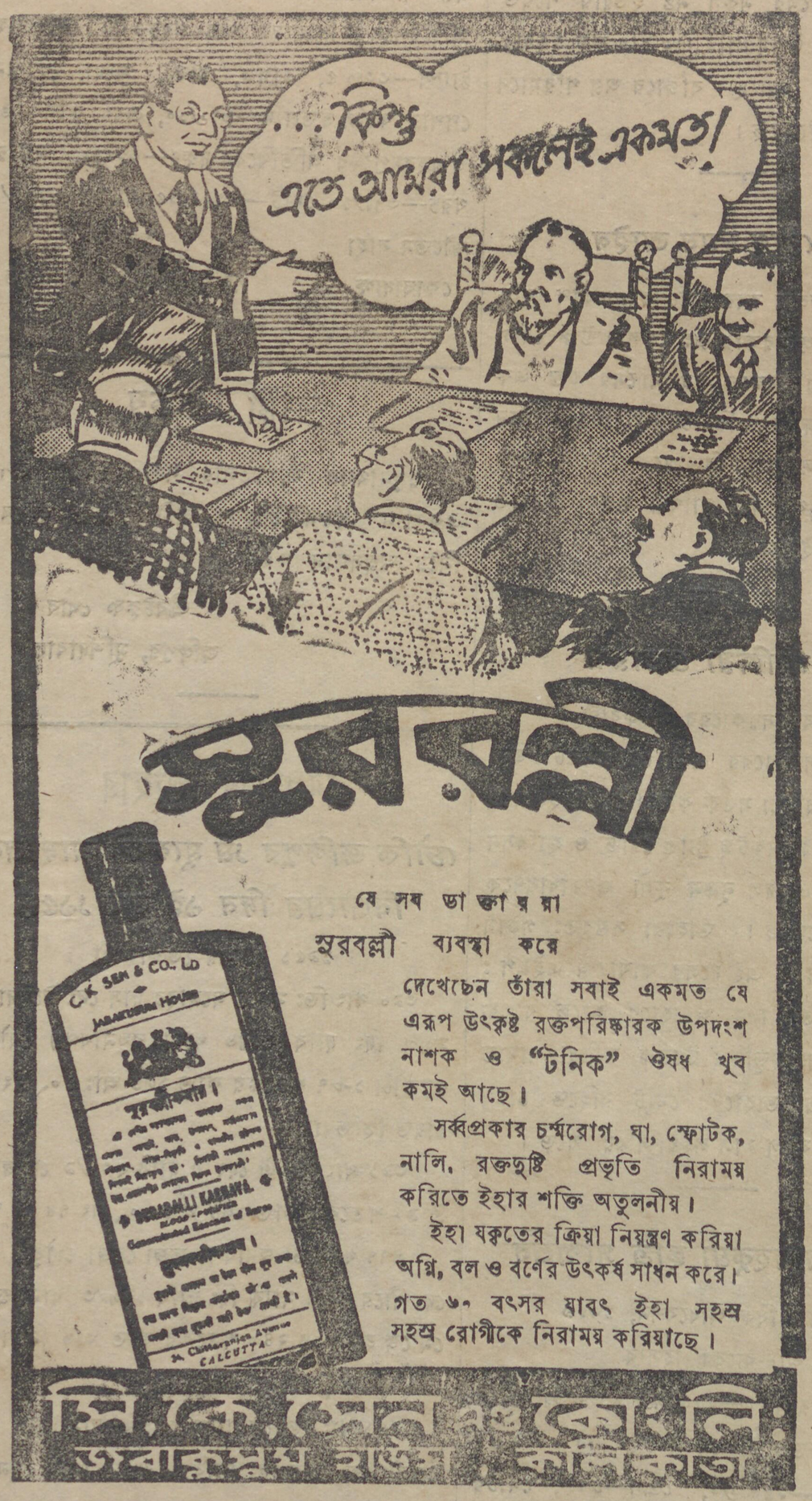

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার মহা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি.কে.সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত